গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব, আইন ও বিচার বিভাগঃ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৮ - জুন ৩০, ২০১৯

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৬

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৭

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ১৯

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

বিচার ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করে জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা এ বিভাগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে ২৮ (আটাশ) টি জেলা জজ ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ ও ১৯ (উনিশ) টি চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। সরকারি খরচে মোট ৩,০০,৫৯৮ (তিন লক্ষ পাঁচশত আটানব্বই) জন নারী-পুরুষ-শিশুকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়। মোট ২৯০৭ (দুই হাজার নয়শত সাত) জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা এবং অধঃস্তন আদালতের কর্মচারী আইন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিগত ২০১৫ হতে ২০১৭ পর্যন্ত ৩ (তিন) বছর সময়ে মোট ১,০১,৬৬,৮২৫ (এক কোটি এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার আটশত পচিশ) টি দলিলের নিবন্ধন কার্য সম্পাদিত ও নিবন্ধিত দলিলের সহিমোহর নকল সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সরবরাহ করা হয়েছে। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বিগত ৩ (তিন) বছরে মোট মামলার ০.৪৫% নিষ্পত্তি হয়েছে। জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কর্মকর্তা হিসেবে একজন সিনিয়র সহকারী জজকে দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে মামলা দায়েরের পূর্বেই নিষ্পত্তির মাধ্যমে নতুন মামলা দায়েরের পরিমান হ্রাস হচ্ছে। তাছাড়া বিগত ২০১৫-২০১৭ পর্যন্ত ৩ (তিন) বছরে রেজিষ্ট্রেশন অধিদপ্তর হতে অর্জিত রাজস্বের পরিমাণ সর্বমোট ৩৩৪২৮,৬৬,২৩,১৪৫/- (তেত্রিশ হাজার চারশত আটাশ কোটি ছেষট্টি লক্ষ তেইশ হাজার একশত পয়তাল্লিশ) টাকা মাত্র।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

অনেক জেলাতে পুরাতন ভবনসমূহে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আদালতের কার্য পরিচালিত হয়। বিচারপ্রার্থী জনগণের সংখ্যা বিবেচনায় সীমিত ভৌত অবকাঠামো অনেক সময় আদালতের আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীদের বসার ব্যবস্থা করতে পারে না। আবার, মামলার সংখ্যার তুলনায় বিচারক আনুপাতিকভাবে কম থাকায় বিচার কার্য সম্পন্ন করতে বিলম্ব হয়। তাছাড়া এডিআর পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আইনজীবীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও অনাগ্রহের কারণে এ পদ্ধতিটির ইপ্সিত ফল লাভ হচ্ছেনা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

অধঃস্তন আদালতে কর্মরত সকল বিচারক, আইন কর্মকর্তা ও আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিচার বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধি। পাশাপাশি, ৩৯ (উনচল্লিশ) টি চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ করে অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। বিচারকদের বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত দেশে এবং বিদেশে উন্নতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। দক্ষ ও সফল মেডিয়েটর তৈরি করা। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মামলা জট নিরসনে বিচারক ও আইনজীবীগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাঁদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে এ পদ্ধতিটির প্রয়োগে সাফল্য অর্জন।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ৪৬০ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও অধঃস্তন আদালতের বিচারককে দেশে এবং ১৬০ জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মোট বিচার প্রার্থীর মধ্যে সম্ভাব্য ৮৫০০০ জন বিচারপ্রার্থীকে সরকারি খরচে আইনী সহায়তা প্রদান।
- বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি (এডিআর)-এর মাধ্যমে মামলা/বিরোধ নিস্পত্তির হার বৃদ্ধি এবং
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাংবিধানিক ও আইনগত বিষয়ে চাহিত সকল মতামত স্বল্পতম সময়ে প্রদান।